মা তুমি এলে...

প্রব্রাজিকা সত্যময়প্রাণা

মাগো, কেমন তোমার মহিমা! সবেমাত্র কলম হাতে করেছি। ফুল-বেলপাতা-দূর্বা-চন্দন-ধূপ-দীপ কিছুই দিইনি; দেব বলেও ভাবিনি। কোনও মন্ত্রও উচ্চারণ করিনি। একবার প্রণামটুকুও করিনি। শুধু ভেবেছি এবারের পুজোয়ও তোমাকে আমন্ত্রণপত্র লিখব। মুহূর্তে শরীরে এক শিহরণ খেলে গেল। চিত্ত মুগ্ধ হল। বোধ হল আমারই আনন্দ কায়া ধরেছে! দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল শুভ্রবস্ত্রে আবৃত তোমার দিকে। সামনে মেলা তোমার এলোচুলের শোভায় কত কী যে মনে ভিড় করে আসছে। কেবল তাকিয়েই আছি। তোমার দুচোখের দৃষ্টিতে দেখছি আমাদেরই জন্য তোমার প্রতীক্ষা। মা তুমি অনুপম। মা তুমি নিরুপম।

তোমার শ্রীমুখ থেকে দৃষ্টি সরতেই বাইরে চোখ মেললুম। বিশ্বজননীর পুজোর সময়ই বটে। যতদূর দেখছি 'শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।' স্থলে পদ্ম জলে পদ্ম। কে দেখে শোভা কার! দৃষ্টি আরও প্রসারিত হল গঙ্গার তীরে কাশের বনে। মাথা এলিয়ে ঘাড় দুলিয়ে তাদের পরস্পরের কী যে বাক্যালাপ হচ্ছে কে জানে। তবে কান পাতলে বোধহয় শোনা যাবে তারা বলছে, ''ওই শুনি যেন চরণধ্বনি...।'' সবুজ ধানের ক্ষেতের কানে কানে যখন বাতাস খিলখিলিয়ে তোমার আগমন সংবাদ জানাতে আসছে তখনই কবি ভরাট গলায় বলে উঠলেন ''ছেড়ে জল যেন স্থলে তরঙ্গ গড়ায়।'' তরঙ্গ তো হৃদয়েও গো।

জননী, এত যে কথার পিঠে কথা সাজাচ্ছি—এসবই তোমার আগমন সংকেত হৃদয়ে অনুভব করে। শরৎ এলেই তোমার সুখসান্নিধ্যে মনের আনন্দ পরমানন্দ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। কেমন যেন সবই ভাল ভাল ঠেকে। আপন-পর ভেদ মুছে যায়। সকলই তোমারই মহিমা, তোমারই করুণা!

মাগো, জন্মে জন্মে প্রবৃত্তির তাড়নায় ফিরে ফিরে আসতে আর যে পারিনে। সংসার অসার বোধ হয়েছে। কৃমিকীটের মতো ভোগপিপাসা নিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে আর বাঁচতে সাধ নেই। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ তোমার মহিমা কীর্তন করতে গিয়ে শুনিয়ে গেছেন—''কুপুত্রো জায়তে ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।'' ব্রহ্মকে সত্য আর মায়াকে মিথ্যা জেনে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন—''মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা/ ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।'' কিন্তু মা, মনের কথা তোমায় বলি—শুষ্ক জ্ঞানপথে সুখ পাইনে তেমন। তুমি

নিবোধত পত্রিকায় সেবারত

ব্রহ্মময়ী সামনে থাকতে এসব নিয়ে মাথাও ঘামাইনে বড় একটা। তুমি আমার চিন্ময়ী জননী। তোমার চরণেই আশ্রয় চাই। তাই মন নিরন্তর গুনগুন করতে থাকে "কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে।" এই মুহূর্তে অবশ্য এসব কথাও ভাবছিনে। ভাবছি কী জান?—ভাবছি এবারে এলে তোমাকে কী কী দিয়ে কেমনভাবে যত্ন করব।

জননী, কবিগুরুর সেই কথাকটির খেই ধরেই বলি—তোমার ইচ্ছা... আমার ইচ্ছাকে চায়। চাইতে পারবে বলেই আমার ইচ্ছাকে তুমি আমার করে দিয়েছ—বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তোমার ঐশ্বর্য, কেবল ওই একটি জিনিস তুমি নিজে রাখনি—ওইটি তুমি কেড়ে নাও না, চেয়ে নাও মন ভুলিয়ে। ওইটিই একটিমাত্র জিনিস যা আমি তোমাকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তোমারই ফুল, জল যদি দিই সে তোমারই জল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি সে আমারই ইচ্ছা বটে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জননী এইখানে তোমার ঐশ্বর্যকে খর্ব করে আমার কাছে এসে বলছ—আমি খাজনা চাইনে, আমাকে প্রেম দাও। প্রেমস্বরূপা তুমি, তুমিই প্রেম পাওয়ার জন্য এত কাণ্ড করছ—আমার মধ্যেই এই এক সৃষ্টিছাড়া আমির লীলা ফেঁদে বসেছ আমাকে এই একটা ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে যেটি পাওয়ার জন্য আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ।

বেশ, পেতে যখন চাও, তবে এসো।

মাগো, তুমি এলে কী কী করব এবার বলি। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বেলগাছে তোমার বোধন করতে হবে—এ শাস্ত্রের নির্দেশ। সব জায়গায় তো আর বেলগাছ নেই। তাই যেখানেই তুমি আসবে সেখানেই বেলগাছের মোটা একটা ডাল পুঁতে রাখা হবে। চারটি ঘট বসবে। দুটি ওই বেলগাছের সামনে, একটি গণেশের সামনে আর বাকিটা তোমার সামনে। বোধনের পর তুমি জেগে উঠলে ভক্তিনম্র চিত্তে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাব মানে পুজো নিতে আহ্বান করব। এরপর তোমার অধিবাস হবে। একটি তাম্রপাত্রে বা কাঠের বারকোষে মাটি, চন্দন, শিলা, ধান, দূর্বা, ফুল, ফল, দই, ঘি, স্বস্তিক (আগ), সিঁদুর, শাঁখ, কাজল, রোচনা, সাদা সর্ষে, সোনা, রূপা, তামা, চামর, আয়না, দীপ এবং প্রশস্তপাত্র—এই বাইশটি উপকরণ মন্ত্র বলে বলে তোমার মাথায় ঠেকিয়ে মাটি স্পর্শ করে রাখব।—এই তোমার আমন্ত্রণপর্ব সারা হল।

সপ্তমীতে নবপত্রিকা স্থাপন করে বিধিমতো স্নান করিয়ে তোমার পুজো করব। কলা, কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মান এবং ধান এই নটি গাছ বা গাছের ডাল একসঙ্গে সাদা অপরাজিতা গাছের পাতা দিয়ে বেঁধে তাতে তোমার পূজা করব। এক এক গাছে এক এক রূপে তুমি বাস কর। এইজন্যই তো তোমার আর এক নাম নবপত্রিকাবাসিনী। তুমি রম্ভারূপে সর্বত্র শান্তি স্থাপন করেছিলে। এখানে তুমি ব্রহ্মাণীরূপে অধিষ্ঠিতা। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে তুমি কচুরূপ ধারণ করেছিলে। এখানে তুমি কালিকা। তুমি হরিদ্রারূপ ধারণ করেছিলে, দুর্গারূপে এখানে তুমি অবস্থান কর। নিশুম্ভশুম্ভের যুদ্ধের সময় জয়ন্তীরূপে তুমি পূজিতা হয়েছিলে। এখানে তুমি কার্তিকী। বেলগাছ মহাদেব, বাসুদেব আর তোমার অত্যন্ত প্রিয়; এখানে তুমি শিবানীরূপে অবস্থান করে পূজা নেবে। রক্তবীজের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধে দাড়িমী তোমার কাজ করেছিল। এখানে তুমি রক্তদন্তিকা। অশোক দেবাদিদেবের অতি প্রিয় এবং শোকনাশক। এখানে তুমি শোকরহিতা। মানপত্রে তুমি চামুণ্ডা। জগতের প্রাণরক্ষা করতে ব্রহ্মা ধান্যবৃক্ষ নির্মাণ করেছিলেন। এখানে তুমি লক্ষ্মীরূপে পূজা গ্রহণ কর। নবপত্রিকাবাসিনী তোমাকে কলাবউ সম্বোধন করে অধিকাংশ মানুষ গণেশদাদার স্ত্রী বলে জানে। এমন ভ্রম কবে থেকে যে মানুষের মনে সৃষ্টি হল, কেনই বা হল তা জানিনে মা।

দেখবে পুরোহিত কেমন দূর্বা, আতপচাল, ফুল নিয়ে তোমার মূর্তির বুকে স্পর্শ করে প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্র পড়বেন। আর তুমি মূর্তির মধ্যে আবির্ভূত হয়ে দেখবে আমরা কেমন একাগ্র সমনস্ক তোমার প্রতি। তুমি আমাদের একাগ্রতায় খুশি হবে তো মা? তোমার পুজোয় চারটি কাজ আমরা করে থাকি—স্নান, পূজা, বলিদান এবং হোম। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। স্নান নয়, মহাস্নান। কতরকমের মাটি যে লাগে তোমার স্নানে—গঙ্গামাটি, নদীর দুই তীরের মাটি, সাগরের মাটি, চৌরাস্তার মাটি, শূকরের দাঁতের মাটি, ঘোড়ার দাঁতের মাটি, হাতির দাঁতের মাটি, দেবদ্বারের মাটি, রাজদুয়ারের মাটি, উইয়ের ঢিবির মাটি, বেশ্যাদ্বারের মাটি, সরোবরের মাটি, ষাঁড়ের শিঙের মাটি, পর্বতের মাটি, গোষ্ঠের মাটি, যজ্ঞশালার মাটি। এবার জল—গঙ্গার জল, পুকুরের জল, নদীর জল, বৃষ্টির জল, শিশিরের জল, ঝরনার জল, পদ্মরেণু মেশানো জল, স্বর্ণজল, রৌপ্যজল, গরম জল, সর্বতীর্থের জল। এসবই শাস্ত্রের নির্দেশ। এসবের সঙ্গে মিশে থাকে আমাদের প্রাণের ভালবাসা। তা তো তুমি জানই। হৃদয়ঙ্গম হয়, এ-সবই তোমার দিকে আমাদের মনকে ফিরিয়ে রাখার একটা প্রচেষ্টা। এরপর শাস্ত্রবিধি মেনে পুজো। নৈবেদ্যও দেব যথাসাধ্য।

এরপর তৃতীয় কাজটি হল বলিদান। মনে আজ দয়ার উদ্রেক হয়েছে। তুমি আসছ, সেই আনন্দে সকলে বিভোর। প্রাণীহত্যা সেখানে কেউই চায় না। তাই নবমী তিথিতে চালকুমড়ো আর আখ বলি দেব। কারণ শাস্ত্র এই দুটি জিনিসকে বলেছেন 'ছাগসমাঃ'। শাস্ত্র গুলে-খাওয়া তোমার বীর সন্ন্যাসী সন্তানের প্রাণে ইচ্ছে জেগেছিল বলি দিয়ে তোমার পুজো করবেন—বলেছিলেন, "রঘুনন্দন বলেছেন 'নবম্যাং পূজয়েদ্ দেবীং কৃত্বা রুধিরকর্দমম্'—মার ইচ্ছা হয় তো তাও করব।" কিন্তু তাঁর রাশ তো বরাবর তোমারই হাতে। তাই বলি বন্ধ।

অষ্টমী আর নবমী তিথির মিলনলগ্নে তোমার বিশেষ পুজো করব। জানই তো তাকে আমরা সন্ধিপুজো বলি। অষ্টমীর শেষ চব্বিশ মিনিট ও নবমীর প্রথম চব্বিশ মিনিট। এবারে সন্ধিপুজো সন্ধ্যা ৭.৩৪ থেকে ৮.২২ মিনিট। প্রস্তুত থেকো।

পলকে তিনদিন কেটে যাবে। শাস্ত্রের নির্দেশ—"বিসর্জনং দশম্যাং তু কারয়েৎ শবরোৎসবৈঃ"—দশমীতে দেবীর বিসর্জন দিতে হবে শবরজাতির উৎসবের মাধ্যমে। সেখানে শাঁখ বাজবে, তুরী ভেরী বাজবে। ধুলোকাদা ছিটিয়ে হইহুল্লোড় করবে। এসব দেখে সংযতচিত্ত মার্জিতরুচি ব্রহ্মচারী অসন্তোষ প্রকাশ করলে তুমি তাঁকে সংশোধন করেছ "সবরকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়" বলে। মা, তোমার পুজো সর্বজনীন।

মা, হৃদয়দ্বারে সত্য আর প্রেমের মঙ্গলকলসে বিবেক ও বৈরাগ্যের কলাগাছ বসিয়ে অপেক্ষা করব। তুমি মুখে হাসিটি নিয়ে এসে দাঁড়াবে শুধু।

জননী, কথা দিয়েছিলে যখনই দানবের অত্যাচার আঘাত হানবে, তখনই তুমি এসে শত্রু সংহার করবে। মাগো, আজ আমাদের একমাত্র শত্রু অশেষ প্রকারের লোভ। এই লোভ-দানবের হাত থেকে রক্ষা করে আমাদের চিত্তাকাশ নির্মল করো। বিবেকবোধ জাগ্রত করে আমাদের হারানো মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনো; আমাদের নতুন করে মানুষ করো।

মা, তোমার প্রতি প্রেম-পরিপূর্ণ বুদ্ধি, তোমার কথায় রোমাঞ্চিত শরীর, তোমার জন্য প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ নয়ন, গদগদ শব্দে রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে কেবল তোমারই চিন্তা করতে বলেছ, আরও বলেছ এই ভাবনায় অন্য ধ্যানজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

জননী, তোমার দুটি পায়ে এই মাথাটি রাখলুম, তোমার দুটি হাত মাথায় রেখে আমাদের বলো—এই যা যা করতে বলেছ সব তুমিই করিয়ে নেবে। তিন সত্যি করে বলো, নেবে তো? আচ্ছা মা। প্রণাম। আসতে বেশি সন্ধে কোরো না কেমন? দুর্গা দুর্গা।